সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ৮৩৬৪/পি.এন/ও/ ১/৪এ-২/০৬ তারিখ : ২৭/ ১২/২০১০

প্রেরক:
ত্রিলোচন সিং
প্রধান সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

প্রাপক:
জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক, জেলা/মহকুমা পরিষদ (সকল)

বিষয় : (১) পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (২০০৯-১০) [স্মারক নং : ৬৭২৯/পি.এন./ও/ ১/৪এ-২/০৬ তারিখ : ১৫.০৯.২০১০] ভিত্তিতে উৎসাহবর্ধক তহবিল প্রদান : পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাই প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা
(২) উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নামের তালিকা প্রেরণ
(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা/মহকুমা পরিষদের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ

মহাশয়/মহাশয়া,

(১) আপনারা জানেন যে গত চার বছর ধরে পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাইয়ের ভিত্তিতে জেলার মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (প্রশ্ন নং ১-১৪) এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (প্রশ্ন নং ১৫-২১) এই দুই বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া পঞ্চায়েত সমিতিকে উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হচ্ছে। এই নির্দেশিকার সাথে সংযুক্ত **প্রথম সংযোজনী**তে (৩-৮ পাতা) পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হল। জেলাস্তরে **পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়নের নম্বর যাচাইয়ের শেষ তারিখ <u>৩১ শে জানুয়ারী ২০১১।</u>**

(২) এই নির্দেশিকার **দ্বিতীয় সংযোজনী**তে (৯-১০ পাতা) উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নামের তালিকা পাঠানোর সারণী সংযোজিত হল। নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নামের তালিকা জেলা/মহকুমা পরিষদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদন করিয়ে এই বিভাগে জমা দিতে হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে **উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নামের তালিকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ <u>১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১</u>**। উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য পাঠানো সারণীতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদন (১৮.০৯.২০১০ তারিখের ৭০৩৩/পি.এন/ও/ ১/৪এ-১/০৬ স্মারক সংখ্যার ৫ পাতা) ও পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাই প্রতিবেদনে (এই নির্দেশিকার ৭ পাতা) উল্লিখিত যাচাই পরবর্তী নম্বরের সাথে এক হওয়া আবশ্যক। নম্বর যাচাই প্রতিবেদন না থাকলে বা নম্বর যাচাই প্রতিবেদনের সাথে উৎসাহবর্ধক তহবিলের সারণীতে উল্লেখ করা নম্বর না মিললে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না। জেলা/মহকুমা পরিষদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি এই সঙ্গতি খতিয়ে দেখে তবেই অনুমোদন করবেন।

(৩) এই নির্দেশিকার **তৃতীয় সংযোজনী**তে (১১ পাতা) গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা/মহকুমা পরিষদের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হল। **গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন** এবং তার উপর ভিত্তি করে **গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদনের তথ্য পাঠানোর শেষ তারিখ <u>১৪ ই জানুয়ারী ২০১১</u>**। **পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন** এবং তার উপর ভিত্তি করে **পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাই প্রতিবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ <u>১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১</u>। জেলা/মহকুমা পরিষদের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ <u>৩১শে ডিসেম্বর ২০১০</u>।**

জেলা পরিষদের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য যাচাই করে উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য নির্বাচিত জেলা পরিষদের নাম **৩১শে জানুয়ারী ২০১০** তারিখের মধ্যে রাজ্যস্তরে চূড়ান্ত করা হবে।

যেহেতু উৎসাহবর্ধক তহবিলের অর্থ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বাজেট থেকে বরাদ্দ করা হয় তাই ৩১শে মার্চ ২০১০ তারিখের মধ্যে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই এই অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়সীমাগুলির মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে না পারলে রাজ্য সরকারের পক্ষে উৎসাহবর্ধক তহবিলের অর্থবরাদ্দ করা সম্ভব হবে না। তাই সমস্ত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য অতিদ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

আপনার বিশ্বস্ত,

ত্রিলোচন সিং

স্মারক নং : ৮৩৬৪/১(৫)/পি.এন/ও/১/৪এ-২/০৬ তারিখ : ২৭/১২/২০১০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।
২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
৩. সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।
৪. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।
৫. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।

লিয়াকত আলি
যুগ্ম সচিব

প্রথম সংযোজনী

পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়া

১. কেবলমাত্র সেই সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিগুলিরই নম্বর যাচাই করা হবে –
   (ক) যারা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছে এবং
   (খ) যারা দশটি স্থায়ী সমিতির সভায় এবং পঞ্চায়েত সমিতির বর্ধিত সাধারণ সভায় সকলে মিলে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করেছে এবং প্রতিবেদনের ৭৭-৭৮ পাতায় দশটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী আধিকারিক ও সভাপতির তরফে সেই মর্মে শংসাপত্র দেওয়া আছে।

২. ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করেছে এমন সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিরই নম্বর যাচাই করা হবে।

৩. ২১টি মূল বিষয়ের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে প্রশ্ন বেছে নেওয়া হবে। ২১ বিষয়ে কেবলমাত্র এই ১টি করে প্রশ্নের নম্বরই যাচাই করা হবে।

৪. নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় ১৪টি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করা হবে। এই ১৪টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় ঐ পঞ্চায়েত সমিতির মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। ধরা যাক ১৪টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ছিল ৭০ এবং তার মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি নিজেকে ৫০ দিয়েছিল। এবং ১-১৪ নং প্রশ্নে মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি নিজেকে ১৪০ দিয়েছিল। যাচাইয়ের পর ১৪টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ৫০ থেকে কমে হল ৪০ অর্থাৎ ২০% কমে গেল। সেই অনুযায়ী ১-১৪ নং প্রশ্নের মোট নম্বরও ২০% কমে যাবে অর্থাৎ ১৪০ থেকে ২০% কমে গিয়ে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির যাচাই পরবর্তী প্রাপ্ত নম্বর হবে ১১২ (১৪০-২৮)।

৫. সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে ৭টি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করা হবে। এই ৭টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। ধরা যাক ৭টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ছিল ৪০ এবং তার মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি নিজেকে ৩০ দিয়েছিল। এবং ১৫-২১ নং প্রশ্নে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি নিজেকে ৭০ দিয়েছিল। যাচাইয়ের পর ৭টি বাছাই করা প্রশ্নের মোট নম্বর ৩০ থেকে কমে হল ২৪ অর্থাৎ ২০% কমে গেল। সেই অনুযায়ী ১৫-২১ নং প্রশ্নের মোট নম্বরও ২০% কমে যাবে অর্থাৎ ৭০ থেকে ২০% কমে গিয়ে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির যাচাই পরবর্তী প্রাপ্ত নম্বর হবে ৫৬ (৭০-১৪)।

৬. কোন কোন প্রশ্নের নম্বর কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হল।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	পঞ্চায়েত সমিতিকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১. (ক) পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে যত রাস্তা আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা (রোড রেজিস্টার ◎ রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুনমান লেখা) আছে কি?	রোড রেজিস্টার থাকলে তার সংশ্লিষ্ট পাতা/পাতাগুলির ফটোকপি এবং রোড রেজিস্টার না থাকলে অন্য যে তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর ও নম্বর দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণপত্র।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
২. (ক) (৩) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি	জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির ২০০৯-১০ সালের কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৩. (ক) (১) : বার্ষিক ব্লক সংসদ সভায় (জুন/জুলাই ২০০৯) উপস্থিতির হার কত ছিল?	ব্লক সংসদের সদস্যদের পূর্ণ তালিকা যার ভিত্তিতে নোটিস দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি যেখানে উপস্থিত সদস্যদের নাম এবং স্বাক্ষর পাওয়া যাবে।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	পঞ্চায়েত সমিতিকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
৪. (গ) (আ) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ	জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির ২০০৯-১০ সালের কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৫. (খ) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার সব সভাতেই অন্তত কত শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি (প্রধান বা উপ-প্রধান বা নির্বাহী সহায়ক বা সচিব) উপস্থিত ছিলেন?	পঞ্চায়েত সমিতির মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী বই বা তার ফোটোকপি।	কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কতজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তা বিচার্য নয়। কতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি (প্রতিনিধি সংখ্যা যাই হোক) উপস্থিত ছিলেন তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। প্রত্যেকটি সভাতে উপস্থিতির হার বিবেচনা করতে হবে।
৬. (ঠ) : বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত সমিতির পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি?	২০০৯-১০ সালের শেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি। ঐ সাধারণ সভার ঠিক আগে হওয়া শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির সভার কার্যবিবরণী বা তার ফটোকপি।	ঐ স্থায়ী সমিতির সভায় মোট যত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে লেখা আছে তার মধ্যে সবগুলিই সাধারণ সভায় জানানো হয়েছে কিনা তা সাধারণ সভার কার্যবিবরণী থেকে দেখতে হবে।
৭. (ক) (৯) : Register of Receipts by Cheque (Form No. 10) Hhw Cheque Issue Register (Form No. 10A) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?	২০০৯-১০ সালের উল্লিখিত রেজিস্টার বা তার ফটোকপি।	যে তারিখে নম্বর যাচাই করা হচ্ছে তার সর্বাধিক ৭ দিন আগে পর্যন্ত রেজিস্টারটি হালনাগাদ করা থাকলে নম্বর পাওয়া যাবে।
৮. (ঙ) : পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের (গউআজ) সুযোগ কারা পেতে পারেন এবং তার জন্য কোথায় কীভাবে আবেদন করতে হবে সেই সংক্রান্ত কোনো দেওয়াল লিখন আছে কি?	এইসব তথ্য সম্বলিত দেওয়াল লিখন বা বড় নোটিসবোর্ডের ছবি।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৯. (ক) : পঞ্চায়েত সমিতির মোট মহিলা জনসংখ্যার কত শতাংশ সাক্ষর? (৩১শে মার্চ ২০১০ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী)	পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৫ পাতায় (২) (ঙ) প্রশ্নের তথ্য।	২০১০ (বাস্তবভিত্তিক অনুমান) কলমগুলিতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিচার করতে হবে। এই কলমগুলি খালি থাকলে ২০০১ (জনগণনা)-এর কলমগুলির তথ্য অনুযায়ী বিচার করতে হবে। (২) (ঙ) প্রশ্নের সবকটি কলমই খালি থাকলে ০ পাওয়া যাবে।
১০. (গ) : কত শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে?	কতগুলি পরিবারে শৌচাগার আছে এই তথ্য সরাসরি নাও থাকতে পারে। তাহলে কতগুলি পরিবারে প্রয়োজন অর্থাৎ নেই এই তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে থাকা উচিত। (আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রদত্ত তথ্য সংকলিত করেও পঞ্চায়েত সমিতির হিসাব পাওয়া যেতে পারে।) তথ্য সম্বলিত নথি বা কপি পঞ্চায়েত সমিতিকে দিতে হবে।	প্রতিবেদনের ৫ পাতায় (৩) প্রশ্নে মোট পরিবারের সংখ্যা পাওয়া যাবে। তার সাথে পঞ্চায়েত সমিতির প্রদত্ত তথ্য মিলিয়ে প্রয়োজনীয় শতাংশ বের করতে হবে। কোনও তথ্য দিতে না পারলে -২ নম্বর পাওয়া যাবে।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	পঞ্চায়েত সমিতিকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১১. (খ) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে MGNREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে?	২০০৯-১০ আর্থিক বছরের মার্চ মাসের মাসিক প্রতিবেদন।	গত আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ÷ কাজের দাবি জানিয়েছে এমন মোট পরিবারের সংখ্যা। সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে হিসাব করতে হবে।
১২. (ঙ) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের শেষে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় কত শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মহিলাদের শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?	পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৬ পাতায় (৩৪) প্রশ্নের তথ্য।	পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগারের ক্ষেত্রে ৬ পাতায় (৩৪) প্রশ্নে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম সংখ্যাটিকে নিয়ে মোট মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যার সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় শতাংশ বের করতে হবে। এই বের করা শতাংশটি যদি ১২. (ঙ) প্রশ্নে দেওয়া উত্তরের (বা সেই অনুযায়ী নম্বর) সমান বা বেশি হয় তাহলে উত্তর বা নম্বর ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে। আর এই বের করা শতাংশটি যদি ১২. (ঙ) প্রশ্নে দেওয়া উত্তরের (বা সেই অনুযায়ী নম্বর) কম হয় তাহলে এই বের করা শতাংশটিকেই উত্তর হিসাবে ধরে নম্বর পরিবর্তন করতে হবে। (৬) পাতার (৩৪) প্রশ্নে কোনও তথ্য দেওয়া না থাকলে -১ নম্বর পাওয়া যাবে।
১৩. (ঘ) : বিপর্যয় হলে ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে কি?	শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির ২০০৯-১০ সালের কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি।	শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির ২০০৯-১০ সালের যে কোনো সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত যাতে কী ব্যবস্থা করা হবে বা হয়েছে তার উল্লেখ আছে।
১৪. (ঙ) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু NFBS-এর কতগুলি আবেদন অনুমোদন করে প্রাপকদের হাতে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে?	জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের নিজস্ব তথ্য। পঞ্চায়েত সমিতিকে কোনো তথ্যের প্রমাণপত্র দিতে হবে না।	২০০৯-১০ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট যত আবেদন অনুমোদিত হয়েছে তাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যা পাওয়া যাবে।
১৫. (ক) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদির আদায় ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?	২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের ২৭ নং ফরম যেখানে দুটি বছরের এই বাবদ আদায় পাওয়া যাবে।	দুটি বছরের আদায়ের ভিত্তিতে যাচাই হবে।
১৬. (ক) : ২০১০-১১ আর্থিক বছরের পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?	২০০৯-১০ সালের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি।	কার্যবিবরণী থেকে অনুমোদনের তারিখ দেখে নিতে হবে।
১৭. (ক) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব কত?	২০০৯-১০ আর্থিক বছরের ২৭ নং ফরম যেখানে নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ পাওয়া যাবে।	২৭ নম্বর ফর্ম থেকে প্রাপ্ত মোট নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্বকে মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১)দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব নির্ণয় করতে হবে।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	পঞ্চায়েত সমিতিকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১৮. (ঙ) : Integrated Fund Monitoring and Accounting System (IFMAS) চালু হয়েছে কি এবং কী অবস্থায় আছে?	উক্ত সফটওয়্যার দ্বারা প্রস্তুত প্রতিবেদন যাচাই এর আগের মাসের রিপোর্ট ।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
১৯. (ঘ) : শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদন পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি?	শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখের প্রমাণপত্র এবং ২০০৯-১০ সালের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই বা তার ফটোকপি।	শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রতিবেদন যে তারিখে পাওয়া গেছে তার তিন মাসের মধ্যে কোনো সাধারণ সভায় নির্দিষ্টভাবে আলোচনা হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।
২০. (ড) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে?	২০০৯-১০ আর্থিক বছরের সম্পদ প্রতিবেদন বা তার ফটোকপি। পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৯-১০)-এর ৭ পাতায় উল্লিখিত তথ্য।	৭ পাতার সম্পদ প্রতিবেদনের শিক্ষা খাতে ব্যয় ও মোট ব্যয়ের (কেবল নিজস্ব তহবিল থেকে) পরিমাণটির সাহায্যে প্রয়োজনীয় হিসাব করতে হবে।। সুতরাং, শিক্ষা খাতে ব্যয় (শতাংশে) = (নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষা খাতে ব্যয় ÷ নিজস্ব তহবিলের মোট ব্যয়) x ১০০
২১. (খ) (১) : ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন (৪ নং ফর্ম) ।	২০০৯-১০ আর্থিক বছরের বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন (৪ নং ফর্ম) জমা দেওয়ার তারিখ সম্বলিত প্রমাণপত্র।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৭. এইভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নম্বর যাচাই করার পর সবকটি প্রশ্নের নম্বরকে পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাই প্রতিবেদনে তুলে আনতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্বাক্ষর করতে হবে ও সীল দিতে হবে। প্রতিবেদনটি পরের পাতায় উল্লেখ করা হল।

৮. পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাই প্রতিবেদন

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার		
প্রশ্ন নং	পঞ্চায়েত সমিতি নিজেকে যে নম্বর দিয়েছে	যাচাই করার পরে পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যা দাঁড়িয়েছে	প্রশ্ন নং	পঞ্চায়েত সমিতি নিজেকে যে নম্বর দিয়েছে	যাচাই করার পরে পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যা দাঁড়িয়েছে
১. (ক)			১৫. (ক)		
২. (ক) (৩)			১৬. (ক)		
৩. (ক) (১)			১৭. (ক)		
৪. (গ) (আ)			১৮. (ঙ)		
৫. (খ)			১৯. (ঘ)		
৬. (ঠ)			২০. (ড)		
৭. (ক) (৯)			২১. (খ) (১)		
৮. (ঙ)			-	-	-
৯. (ক)			-	-	-
১০. (গ)			-	-	-
১১. (খ)			-	-	-
১২. (ঙ)			-	-	-
১৩. (ঘ)			-	-	-
১৪. (ঙ)			-	-	-
মোট (বাছাই করা প্রশ্নগুলির)					
মোট * (সমস্ত প্রশ্ন মিলিয়ে)					

* বাছাই করা প্রশ্নগুলির মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল এক একটি বিভাগে (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার) ঐ পঞ্চায়েত সমিতির মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে।

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যদের স্বাক্ষর ও সীল:

(১) ____

(২) ____

আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি সম্বন্ধে যাচাই করা নম্বরগুলি দেখলাম।

____

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বাক্ষর ও সীল (যে পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করা হল)

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যরা নম্বর যেভাবে পরিবর্তন করেছেন তা সঠিক এবং ঐ পরিবর্তিত নম্বরগুলিই চূড়ান্ত।

....

জেলা শাসকের স্বাক্ষর ও সীল

৯. একটি পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবে অন্য আরেকটি পঞ্চায়েত সমিতি। যে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে (র‍্যানডম পদ্ধতিতে অর্থাৎ কোনো ধরণের মাপকাঠি ব্যবহার না করে) যে কোনো একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি, যে কোনো একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি, যে কোনো একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৩ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি, ... এইভাবে ...., যে কোনো একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে শেষ [অর্থাৎ জেলায় মোট যে কটি পঞ্চায়েত সমিতি ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করেছে] নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর এই উদ্দেশ্যহীনভাবে চিহ্নিত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবে, ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ৩ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবে, ৩ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ৪ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবে, ... এইভাবে ...., শেষ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবে। এটি নমুনা মাত্র। স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী একটি পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যে কোনো অন্য পঞ্চায়েত সমিতি পরীক্ষা করতেই পারে এবং কোন পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর কোন পঞ্চায়েত সমিতি পরীক্ষা করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা শাসক।

১০. একটি নির্দিষ্ট দিনে নম্বর পরীক্ষার জন্য ১. (ক) ও (খ) শর্তদুটি পূরণ করা পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে জেলা শাসকের কার্যালয়ে ডাকতে হবে। তাঁদেরকে কী কী কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে তাও আগে থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

১১. একটি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে চার জনের একটি দল নম্বর পরীক্ষার দিন আসবেন। এই দলে থাকবেন (১) সভাপতি, (২) সহকারী সভাপতি / যে কোনো একটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ (কে আসবেন তা সভাপতি ঠিক করবেন), (৩) নির্বাহী আধিকারিক এবং (৪) যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক / সচিব / উপ-সচিব (কে আসবেন তা সভাপতি ঠিক করবেন)। এই চার জনের মধ্য থেকে দুজন নিজের পঞ্চায়েত সমিতির কাগজপত্র দেখাবেন এবং দুজন অন্য পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবেন। কোন দুজন কাগজপত্র দেখাবেন এবং কোন দুজন অন্য পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর পরীক্ষা করবেন তা ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঠিক করবেন।

১২. জেলা শাসক পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাইয়ের সময় তাঁর পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

১৩. যাচাই করে প্রকৃত নম্বর কত হবে সেই নিয়ে দুটি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য উপস্থিত আধিকারিকগণ হস্তক্ষেপ করবেন। যদি বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় তাহলে জেলা শাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে জেলা শাসক অন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে দিয়ে এই নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেবেন এবং তিনি পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দিয়ে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিমত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নম্বর যাচাই করাবেন।

১৫. জেলাস্তরে এই নম্বর যাচাইয়ের কাজটি **৩১ শে জানুয়ারী ২০১১** তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৬. যাচাইয়ের পর জেলার মধ্যে দুটি বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নাম (এবং প্রত্যেকটি ব্লকে দুটি বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নামের তালিকা) উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য জেলা পরিষদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদন করিয়ে জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক ও সভাধিপতির স্বাক্ষরে দ্বিতীয় সংযোজনীতে সংযোজিত ছকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে জমা দিতে হবে। উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নামের তালিকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১**। উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য পাঠানো সারণীতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাই প্রতিবেদনে উল্লিখিত যাচাই পরবর্তী নম্বরের সাথে এক হওয়া আবশ্যক। নম্বর যাচাই প্রতিবেদন না থাকলে বা নম্বর যাচাই প্রতিবেদনের সাথে উৎসাহবর্ধক তহবিলের সারণীতে উল্লেখ করা নম্বর না মিললে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি উৎসাহবর্ধক তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না। জেলা/মহকুমা পরিষদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি এই সঙ্গতি খতিয়ে দেখে তবেই অনুমোদন করবেন।

১৭. এইভাবে যাচাই করে নম্বর পরিবর্তনের পর নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় (১-১৪ নং প্রশ্ন) যে পঞ্চায়েত সমিতি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল তারা ২,৫০,০০০ টাকা (দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে। আর সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারে (১৫-২১ নং প্রশ্ন) যে পঞ্চায়েত সমিতি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল তারা ২,৫০,০০০ টাকা (দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) উৎসাহবর্ধক তহবিল পাবে।

দ্বিতীয় সংযোজনী

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির উৎসাহবর্ধক তহবিল

(স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর যাচাইয়ের ভিত্তিতে)

অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদিত প্রস্তাব

____ জেলা/মহকুমা পরিষদ

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের উৎসাহবর্ধক তহবিল

ব্লক	(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (প্রশ্ন নং ১-১৩)-র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত		(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (প্রশ্ন নং ১৪-২১)-র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত	
	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাপ্ত নম্বর

নির্বাহী আধিকারিক   সভাধিপতি

দ্বিতীয় সংযোজনী

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির উৎসাহবর্ধক তহবিল

(স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর যাচাইয়ের ভিত্তিতে)

অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদিত প্রস্তাব

____ জেলা/মহকুমা পরিষদ

(২) পঞ্চায়েত সমিতির উৎসাহবর্ধক তহবিল

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (প্রশ্ন নং ১-১৪)-র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া পঞ্চায়েত সমিতি		(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (প্রশ্ন নং ১৫-২১)-র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া পঞ্চায়েত সমিতি	
পঞ্চায়েত সমিতির নাম	ঐ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাপ্ত নম্বর	পঞ্চায়েত সমিতির নাম	ঐ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাপ্ত নম্বর

নির্বাহী আধিকারিক

সভাধিপতি

তৃতীয় সংযোজনী

গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা/মহকুমা পরিষদের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৯-১০) এবং তার উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদনের [১৮.০৯.২০১০ তারিখের ৭০৩৩/পি.এন/ও/১/৪এ-১/০৬ স্মারক সংখ্যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (২০০৯-১০) নম্বর যাচাই প্রক্রিয়ার যে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল তার ৫ পাতা] তথ্য কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি করার বিষয়ে আগেই নির্দেশিকা (স্মারক নং : ৭৯৩৪(১৮)/পি.এন/ও/১/৪এ-১/০৬ তারিখ ৩০.১১.২০১০) পাঠানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাই প্রতিবেদনের তথ্য সফট্ কপিতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৪ ই জানুয়ারী ২০১১**।

(খ) পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৯-১০) এবং তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েত সমিতির নম্বর যাচাই প্রতিবেদন (এই নির্দেশিকার ৭ পাতা) হার্ড কপিতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১**।

(গ) জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৯-১০) হার্ড কপিতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **৩১শে ডিসেম্বর ২০১০**।